ভারতীয় সাধুসমাজের দৃষ্টিতে আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ

সম্পাদক

স্বামী বিকাশানন্দ

ভারতীয় সাধুসমাজের দৃষ্টিতে আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ

প্রকাশক :
স্বামী সারস্বতানন্দ
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
কোলকাতা-১৯

তৃতীয় সংস্করণ :
বইমেলা '০৭

মুদ্রণ : ৫০০০

মূল্য—৫.০০

আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

সম্পাদকের নিবেদন•

"ভারতীয় সাধু সমাজের দৃষ্টিতে আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ" প্রকাশিত হইল। গত ইঃ ১৯৭৪ সনের হরিদ্বার কুম্ভে সঙ্ঘের তত্রত্য আশ্রমের শ্রীগুরুমন্দির ও শ্রীশিবমন্দির প্রতিষ্ঠোৎসব উপলক্ষ্যে বিরাট সাধুসমাবেশ হয়। উক্ত সাধুসমাবেশে উপস্থিত বিদ্বান্ সাধুমণ্ডলী সমাগত হইয়া শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতা ও সঙ্ঘ সম্বন্ধে যে ভাষণাবলী দান করেন তাহা যথা সময়ে টেপ্-রেকর্ড করিয়া রাখা হইয়াছিল। টেপ্ রেকর্ড হইতে তাঁহাদের ভাষণাবলী অনুবাদ পূর্ব্বক আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইল। ভারতের শ্রেষ্ঠ স্তরের মণ্ডলেশ্বর ও মহামণ্ডলেশ্বরগণ শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবকে "যুগপুরুষ" "দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য্য" "দ্বিতীয় বিবেকানন্দ" "দ্বিতীয় দয়ানন্দ" "ক্রান্তদর্শী পুরুষ" "সাধুসমাজের আদর্শ" ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করিয়া হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ রক্ষায় তদীয় অবদানের কথা শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কার্য্যাবলীরও ভূয়সী প্রশংসাবাদ করেন। শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব তদীয় জীবৎকালে সাধুসমাজকে ক্ষীয়মাণ হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের রক্ষায় ব্রতী করিয়া তাঁহাদিগকে সংগঠিত করিতে প্রয়াসী ছিলেন। শ্রীশ্রীআচার্য্যের সেই ভাগবতী প্রচেষ্টা ও সঙ্কল্প ব্যর্থ হইবার নয়। ভারতের সাধুসমাজ হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের ক্রমবর্দ্ধমান অবক্ষয় সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিতেছেন এবং উহার প্রতিরোধে তাঁহাদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসও ক্রমে লক্ষ্য করা যাইতেছে। ইহা অতীব আশার কথা। যুগাচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দের জয় হউক!

ইতি—

স্বামী বিকাশানন্দ

স্বাগতম্ !

"স্বাগতম্ ! ভারতের বরেণ্য সাধুমণ্ডলী স্বাগতম্ ! আজ আমরা আপনাদিগকে আমাদের এই নবনির্ম্মিত শ্রীগুরুমন্দির-অঙ্গনে মন্দিরের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে পাইয়া অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি। ভারতের সনাতন ধর্ম্মের সংরক্ষক ও সম্প্রচারক আপনারা, আপনাদিগকে সাদর অভিনন্দন জানাই"—এই বক্তব্য ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রাক্তন প্রধান সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দজী মহারাজের। সঙ্ঘের হরিদ্বার আশ্রমে গত কুম্ভযোগোপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সর্ব্বভারতীয় ধর্ম্মমহামেলায় শ্রীগুরুমন্দির ও শ্রীশ্রীশিবমন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসবে সমাগত সাধুমহাত্মাদিগকে তিনি অভ্যর্থনা জানাইতেছিলেন। অনুষ্ঠানটি সম্পাদিত হয় গত ইং ১৯৭৪ সনের ২৫শে মার্চ্চ, বাংলা ১১ই চৈত্র, ১৩৮০, শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে। অগণিত গৃহীভক্তের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ছিল সর্ব্বসম্প্রদায়ের সাধুসমাবেশ। ইহাতে বিভিন্ন প্রসিদ্ধ আখড়া ও মঠের শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ১০৮ শ্রীমণ্ডিত মণ্ডলেশ্বর ও মহামণ্ডলেশ্বরগণ স্বীয় স্বীয় সম্প্রদায় লইয়া উপস্থিত ছিলেন। যেন সমগ্র ভারতের অধ্যাত্মশক্তির একত্র সমাবেশ ঘটিয়াছিল। ইহাতে মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসব অধিকতর গম্ভীর, শোভাময়, তাৎপর্য্যবহ হইয়া উঠে। নিরঞ্জনী, মহানির্ব্বাণী, উদাসী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অন্যূন তিন শত বিশিষ্ট সাধু সঙ্ঘের এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। যথোচিত সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের পর তাঁহাদিগকে ব্রহ্মভোজে আপ্যায়িত করা হয়। ভারতের প্রথম স্তরের বিদ্বান্ ধর্ম্মীয় প্রচারকগণ একে একে শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতার অধ্যাত্ম ব্যক্তিত্ব, তাঁহার তপস্যা ও কর্ম্মলীলা তথা তদীয় প্রতিষ্ঠিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের যুগোচিত কর্ম্মাবলী সম্বন্ধে সুন্দর, সুচিন্তিত, সুললিত ও সারবান্ বক্তব্য রাখেন।

সমবেত সাধুগণকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পুরঃসর সঙ্ঘ-প্রধান-সম্পাদক তাঁহাদের নিকট এই আবেদন রাখেন যে, বর্ত্তমান যুগে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের যখন দারুণ অবক্ষয় চলিতেছে তখন সাধুসমাজকে একদেশদর্শী হইয়া শুধু

অধ্যাত্ম সাধনায় ব্যাপৃত থাকিলে অথবা সনাতন ধর্ম্মের এই সঙ্কটে তাঁহাদিগকে নীরব, নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের ত্যাগব্রতী মহান্ সন্ন্যাসিগণ যুগসঙ্কটে আত্মত্যাগের মহৎ আদর্শ দ্বারা জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। আজ খ্রিস্টান মিশনারিগণ দলে দলে হিন্দুকে ধর্ম্মান্তরিত করিতেছে। হিন্দুদের ভিতর হইতেও আজ নূতন নূতন ধর্ম্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইতেছে যাহাদের মতবাদ বস্তুতঃ বেদবিরোধী ও হিন্দুত্ববিরোধী। ইহার প্রতিরোধের জন্য ভারতের সনাতনপন্থী বিরাট সাধুসমাজকে সর্ব্বপ্রকার দলাদলি ভুলিয়া সচেতন ও সুসংগঠিত হইতে হইবে।

সুখের বিষয়—সাধুমণ্ডলী স্বামীজীর এই বক্তব্য আন্তরিকতার সহিত অনুমোদন করেন এবং সঙ্ঘের উদাত্ত আহ্বানে অকুণ্ঠভাবে সাড়া দেন। তাঁহাদের প্রদত্ত ভাষণাবলীতেই তাঁহাদের আন্তরিকতার উজ্জ্বল চিত্ররূপ ফুটিয়া উঠে।

আচরণসিদ্ধ মহাপুরুষ স্বামী প্রণবানন্দজী

শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ১০৮ শ্রীমণ্ডিত মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী গণেশানন্দজী মহারাজ

আদরণীয় মহামণ্ডলেশ্বর, উপস্থিত সন্তসমুদয়, তথা আদরণীয় সদ্‌গৃহস্থ বন্ধুগণ! দ্বাদশবর্ষ পরে পূর্ণকুম্ভমেলা উপলক্ষে আমরা সমবেত হইয়াছি। যে স্থানে আজ আমরা সমবেত, সে স্থানটি আমাদের কাছে নূতন নয়, যদিও এই প্রতিষ্ঠানটির জন্যই আমাদের কাছে নূতন বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। আমরা এই স্থান দিয়া বহুবার যাতায়াত করিয়াছি। এই স্থানটি শূন্য পড়িয়াছিল। অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, যে মহাপুরুষ হিন্দুস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে জনগণকে জাগ্রত করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহার নাম স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ, তাঁহার খ্যাতি সমগ্র বঙ্গভূমিতে তথা ভারতে পরিব্যাপ্ত।

গয়াতে তাঁহার অতি সুন্দর একটি প্রতিষ্ঠান আছে। হরিদ্বারের মত জায়গায় এই মহান্ প্রতিষ্ঠানের একটি শাখা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বড় বড় মেলা ক্ষেত্রে ও বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি নৈসর্গিক সঙ্কটকালে এই সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবকগণ কায়মনোবাক্যে দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের সেবা করিয়া থাকেন। সমস্ত দেশে সেবাকার্য্যের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের অত্যন্ত সুনাম। আমাদের অত্যধিক আনন্দের বিষয়, গৈরিকধারী সন্ন্যাসী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা এই সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত গর্বের। আমাদের সমাজে যাঁহারা সংস্কৃতি-প্রেমিক তাঁহাদের শরীরে যতক্ষণ পর্য্যন্ত একবিন্দু শোণিত থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত যে ভাবে স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ এই কার্য্যের জন্য মনপ্রাণ নিয়োগ করিয়াছিলেন সেইভাবে এই সেবাকার্য্য গ্রহণ করিলেই এখানে এই প্রতিষ্ঠান ও তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা এবং আমাদের এখানে সম্মিলিত হওয়া সার্থক। শুধু বক্তৃতা করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিলে ইহার কোন সার্থকতা থাকিবে না।

একটা কথার উপর বিশেষ জোর দিতে চাই। কেবল উপদেশ দ্বারা ধর্ম্ম লাভ হয় না, নিজে আচরণ করিয়া জনগণের সম্মুখে দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিতে পারিলে তাহাই জনগণকে প্রভাবিত করিতে পারে। স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক দৃষ্টান্ত স্থাপনই প্রকৃত প্রচার। স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ এই শ্রেণীর একজন প্রচারক ছিলেন। আমি শেষ কথা বলিতে চাই, এই মহাপুরুষের আদর্শ আমাদের প্রত্যেকের ভিতর যেন জাগ্রত, জীবন্ত থাকে।

স্বামী প্রণবানন্দের অবদান

শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ১০৮ শ্রীমণ্ডিত
স্বামী প্রকাশানন্দজী মহারাজ, জগদ্গুরু আশ্রম, কনখল

ওঁ সহনাববতু, সহনৌ ভুনক্তু সহবীর্য্যং করবাবহৈ।
তেজস্বিনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ধর্ম্মের জয় হউক্, অধর্ম্মের নাশ হউক্, প্রাণী মাত্রের কল্যাণ হউক্। সকলের কল্যাণ হউক্, বিশ্বের কল্যাণ হউক, হর হর মহাদেব!

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান সংরক্ষক ও প্রচারক। যে আঘাতে হিন্দুজাতি ধ্বংসপ্রায় হইয়াছিল, সেই আঘাতের সম্মুখীন হইয়া এই প্রতিষ্ঠানটি হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিয়াছে। যদি হিন্দুকে রক্ষা না করা যায়, তবে সমগ্র জাতিই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। হিন্দু সমাজের রক্ষার দায়িত্ব সমগ্র সাধু সমাজের উপর—কেবল মাত্র এই অধ্যাত্মবাদীদের উপর। হিন্দু সমাজকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা—অশিক্ষিত বনবাসী হিন্দু এবং নগরবাসী হিন্দু। বনবাসী হিন্দুরা গ্রাম, নগর ও জনসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন তথা শিক্ষা হইতে বঞ্চিত। পক্ষান্তরে নগরবাসী হিন্দুরা আধুনিক স্কুল-কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত। একটি শ্রেণী জ্ঞানের অভাবে, অন্যটি ভোগাকাঙ্ক্ষা ও ভোগলালসার বশবর্ত্তী হইয়া বিদেশী ও বিধর্ম্মীদের কবলে পড়িতেছে। শেষোক্ত শ্রেণীর হিন্দুরা জানিয়া শুনিয়া নিজেদের সব কিছুর প্রতি অশ্রদ্ধাপরায়ণ। আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সহানুভূতির অভাববশতঃ নিজেদের সব কিছুর প্রতি ঘৃণার ভাব তাহাদের অন্তঃকরণকে বিষাক্ত করিয়া রাখে। এই সব লোক ভিন্ন ধর্ম্ম ও ভিন্ন দলে যোগদান করে। আমি একথা বলতে চাই না, অন্যকে সম্মান করিও না, অন্যের প্রতি আত্মীয়তা বোধ রাখিও না। কিন্তু আমার নিজের ঘর যদি মজবুত, আনন্দময় ও সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে তবেই প্রতিবেশীকে অন্নপানাদি দেওয়া কর্ত্তব্য। সকলের প্রতি মান-সম্মান প্রদর্শন করা অন্যায় নয়, কিন্তু যে সময় আমার নিজের ঘর লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হইতে থাকে, সেই সময় যদি অন্যকে রক্ষা করিবার ঠিকা

লইয়া বসিয়া থাকি, এবং সেই অভিমানে আত্মহারা হই, তবেই তাহা হইবে আত্মঘাতের ন্যায় মহাপাপ। দেশ যখন লুণ্ঠিত হইতেছে, সেই সময় যদি বিদেশীদের দোষ-ত্রুটি সংশোধনের দায়িত্ব গ্রহণ করি, নিজের ঘরবাড়ী যখন ভয়াবহ অগ্নিতে ভস্মীভূত হইতেছে, তখন যদি দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিতে থাকি এবং দেশের দিকে দৃষ্টিপাত না করি, তবে নিজের দেশ, সমাজ, পরিবারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ক্রান্তদর্শী প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী দূরদৃষ্টিদ্বারা অনুভব করিয়াছিলেন, হিন্দু জীবিত থাকিলে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। ইহা আচার্য্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। হিন্দুত্ব অর্থ মানবতা। হিন্দুত্ব মানবতার পর্য্যায়বাচী শব্দ—এই অর্থেই তিনি অনুভব করিয়াছিলেন হিন্দুত্বের রক্ষাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। এই গৈরিকধারীদের উপর হিন্দুদের নিষ্ঠা, বিশ্বাস ও ভরসা আছে। যদি এইরূপ একটি সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীর দল প্রতি শহরে, গ্রামে, প্রতি জনপদে, ভারতীয় সংস্কৃতির ভব্য অপ্রতিম মহতী বার্ত্তা নিরন্তর প্রচার করিতে থাকে, তবে সমগ্র জাতি একতাবদ্ধ হইতে পারে।

"সঙ্ঘশক্তিঃ কলৌযুগে"—কলিযুগে সঙ্ঘই শক্তির উৎস। আমি অনুভব করি, ভারতীয় শব্দের মর্ম্মার্থ অনুভব করিতে পারিলে সঙ্ঘ শব্দের অর্থ এবং উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা যাইবে। স্বামী প্রণবানন্দ মানবসেবা অথবা এইরূপ কোন ব্যাপক অর্থবোধক মুখরোচক শব্দের দ্বারা স্বীয় প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করেন নাই। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, যদি ভারত জীবিত থাকে, যদি ভারতরাষ্ট্র অক্ষুণ্ণ থাকে, তবেই সব কিছু সম্ভব। তবেই আমরা সমগ্র বিশ্বে জ্ঞানের প্রচার করিতে পারিব। আমি আপনাদের সমক্ষে স্পষ্ট ভাষায় বলিতে চাই, স্বামী বিবেকানন্দ বিদেশে প্রচার আরম্ভ করিয়া অনেকগুলি জনহিতকর আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বাংলাদেশে আরও অনেকে এই প্রকার সমাজ-কল্যাণকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত সংস্থা এক একটি সুরক্ষিত দুর্গ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু স্বামী প্রণবানন্দজী যাহা করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। "ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।"

হিন্দুস্থানকে এইরূপ ভাবে তিনি একতাবদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন, যাহাতে সমগ্র বিশ্ব অনুভব করিতে পারে, জাতি যদি থাকে, তবে হিন্দু জাতি আছে, জ্ঞান যদি থাকে, তবে হিন্দুর নিকট আছে, সদাচার যদি থাকে, তবে তাহাও হিন্দুরই আছে।

প্রকৃত একতা এই জাতির ভিতরই বর্ত্তমান। মানবতা শব্দের পর্য্যায়বাচী হিন্দুত্ব জীবিত থাকিলে রাষ্ট্র বাঁচিতে পারিবে। রাষ্ট্র অক্ষুণ্ণ থাকিলে আমরা শান্তির বাণী বহন করিয়া সমগ্র বিশ্বে ভ্রমণ করিতে পারিব। স্বামী প্রণবানন্দজীর এই দূরদৃষ্টির যত প্রশংসাই করা যাউক, তাহা পর্য্যাপ্ত হইবে না। উত্তরাখণ্ডে এই বাণীবহনকারী আশ্রমের বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

আমাদের জাতির ভিতর ভেদভাব, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি অনেক ত্রুটি আছে। কিন্তু ব্যক্তিত্বের প্রতি পূর্ণ সম্মান রাখিয়া, সমষ্টিকল্যাণের প্রতি লক্ষ্য স্থির করিয়া অগ্রসর হইলে সমস্ত দোষ-ত্রুটি নিরাকরণ হইতে পারে। আমি মনে করি, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ এইরূপ একটি নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ। কেবলমাত্র এই সঙ্ঘের দ্বারাই এই কার্য্য সম্ভব। বর্ত্তমান যুগে জনগণের এই দাবী। আমরা যদি এই দাবীকে উপেক্ষা করি, তাহা হইলে বিশ্বাসঘাতকতার অতল গহ্বরে পতিত হইব। প্রাচীন কালের উদাত্ত আহ্বান ভুলিয়া যাইব।

"এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ ।।"

নিজেদের দেশে সদাচার, সদ্‌বিচার প্রচার-প্রতিষ্ঠা করিয়া বিদেশেও ইহার প্রচার করা কর্ত্তব্য। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শাখাগুলি দেখিয়া আমার মস্তক গর্বে উন্নত হইয়া উঠে। সঙ্ঘ অত্যল্পকালের ভিতর এতগুলি শাখা খুলিয়াছে এবং প্রণালীবদ্ধ ভাবে অতীব সুন্দর প্রচারকার্য্য করিতেছে। আমি বিশ্বাস করি, এই আদর্শে স্থির থাকিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যে নিযুক্ত থাকিলে অল্প সময়ের মধ্যে হিন্দুজাতির সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

সংস্কারের দুইটি প্রণালী আছে,—একটি খণ্ডনাত্মক, অর্থাৎ অপরের দোষত্রুটি সমালোচনা করিয়া তাহাকে সংশোধনের চেষ্টা। অপরটি মণ্ডনাত্মক, অর্থাৎ তত্ত্বগুলি বিশদভাবে বুঝাইয়া মানুষের বিবেককে জাগ্রত করা ও পালন করিতে উদ্বুদ্ধ করা। স্বামী দয়ানন্দজী মহারাজ প্রভৃতি খণ্ডনাত্মক প্রণালী গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন কি স্বামী বিবেকানন্দও কিছু কিছু খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু স্বামী প্রণবানন্দজী কেবলমাত্র মণ্ডনাত্মক প্রণালীতেই কাজ করিয়াছেন, যে সিদ্ধান্ত অনুসারে ভগবান্ আদি শংকরাচার্য্য কাজ করিয়া সমগ্র বিশ্বকে এক সূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন এবং সমগ্র ভারতকে এক ধ্বজার নীচে একত্রিত করিয়াছিলেন। স্বামী প্রণবানন্দের শিষ্যবর্গ এই নীতি অবলম্বন করিলে এবং

আমরা সকলে মিলিয়া তাহা উদ্‌যাপন করিলে সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূরীভূত হইবে। স্বামী প্রণবানন্দজীর শিষ্যবর্গ এই কার্য্যের জন্য অগ্রসর হইবেন—এই আশা পোষণ করি।

যুগপুরুষ স্বামী প্রণবানন্দ

শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ১০৮ শ্রীমণ্ডিত স্বামী বিদ্যানন্দগিরি,
কৈলাস আশ্রম, হৃষিকেশ

"শংকরং শংকরাচার্য্যং কেশবং বাদরায়ণম্।
সূত্রভাষ্যৌ কৃতৌ বন্দে ভগবন্তৌ পুনঃ পুনঃ।"

পরম শ্রদ্ধেয় মহামণ্ডলেশ্বরবৃন্দ, সমাদরণীয় সুধীবৃন্দ, উপস্থিত শ্রদ্ধাশীলা ও ভক্তিমতী দেবিগণ! অদ্য ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ আয়োজিত সম্মেলনে আমরা সমবেত। পূর্ববর্ত্তী বক্তাদের বক্তৃতায় আপনারা জানিতে পারিয়াছেন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কার্য্যপ্রণালী আদর্শনিষ্ঠ ও অনুপম। যুগ যুগ হইতে মানব সমাজের মহান্ কল্যাণ সাধনে সাধুসমাজের একটি গৌরবময় অবদান আছে। ভারতের উর্ব্বরা ভূমিতে একের পর এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছেন। তাঁহারা সময়ানুসারী চিন্তাধারা ও কার্য্যপ্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, **স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ একজন যুগপুরুষ**। সময়ের দাবী ও প্রয়োজন অনুভবপূর্ব্বক উহার সিদ্ধির জন্য কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তিনি একটি আদর্শময় কর্ম্মপন্থা উপস্থাপিত করিয়াছেন। একথা সত্য যে, ধর্ম্মপ্রচার করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু যে প্রণালীতে আমরা ধর্ম্মপ্রচার করিতেছি, যদি সতর্কতা অবলম্বন না করা হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম যে ভাবে চতুর্দিকে হইতে আক্রান্ত হইতেছে, তাহাতে অল্প সময়ের ভিতর সনাতন ধর্ম্মের উপর প্রচণ্ড আঘাত আসিবে। খ্রিস্টান মিশনারী ও অন্যান্য বিদেশী বিধর্ম্মিগণ সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে ব্যাপক ভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে ও চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মকে কলুষিত করিতেছে। আমরা আমাদের প্রাচীনত্ব রক্ষার জন্য সচেষ্ট। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের যে দাবী বা প্রয়োজন সে বিষয় চিন্তাও করি না। একথা বলিতে

বাধ্য হইতেছি, সময় থাকিতে যদি আমরা সতর্ক না হই, আমাদের চিন্তাপ্রণালী ও কর্ম্মপদ্ধতি সুচারুরূপে রূপান্তরিত না করি, তবে আমাদের হেয় হইতে হইবে, ভবিষ্যৎ বংশধরগণ আমাদিগকে তিরস্কার করিবেন। অতএব, সময় থাকিতে সমুচিত কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করিলে উহা জাতির পক্ষে কল্যাণকর হইবে। কুম্ভপর্ব্বের ন্যায় সাধু সমাজের দ্বিতীয় কোন মহোৎসব নাই। কিন্তু এই শুভ সময়ে আমরা একত্রিত হইয়া কি চিন্তা করিতেছি ? কি বিচার করিতেছি ? সনাতন ধর্ম্ম ও আচার্য্য শংকর প্রবর্ত্তিত প্রণালীর উপর আঘাতের পর আঘাত আসিতেছে। কিন্তু সে বিষয়ে চিন্তা বা বিচার করার সময় আমাদের নাই। এভাবে চলিতে থাকিলে আমাদের লাঞ্ছিত হইতে হইবে। স্বামী প্রণবানন্দজীর আদর্শময় কার্য্য সকলের পক্ষে অনুকরণযোগ্য। প্রয়োজন অনুসারে তাহা সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করা যাইতে পারে। যেখানে সেবার আবশ্যক সেখানে ধর্ম্ম ও দর্শনের বাস্তব দিক আমাদের বিচার করিতে হইবে।

প্রত্যেক রাষ্ট্র ও দেশের একটি নিজস্ব সংস্কৃতি থাকে। সেই সংস্কৃতির একটি আভ্যন্তরিক ও একটি বাহ্যিক রূপ আছে। ধর্ম্ম ও আচারকে ভারতীয় সংস্কৃতির বাহ্যরূপ বলা যায়, আর দর্শন তাহার আভ্যন্তরিক রূপ। দার্শনিক চিন্তাধারার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত সংস্কৃতির বাহ্যরূপ ধর্ম্ম ও আচারকে উপেক্ষা করিলে ধর্ম্ম রক্ষা ত দূরের কথা, দর্শনও রক্ষা করিতে পারিব না। আর যদি দার্শনিক চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মকাণ্ডে মস্‌গুল হইয়া থাকি, তাহা হইলেও আমাদের হতাশ হইতে হইবে। আমরা কিছুতেই আত্মরক্ষা করিতে পারিব না। এই পরিস্থিতিকে সংস্কৃতির বাহ্যরূপ রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক চিন্তাও প্রয়োজন। কোন কোন প্রতিষ্ঠান সেবাপ্রধান। সেখানে দর্শনচিন্তা প্রয়োজন। কতগুলি প্রতিষ্ঠান আছে সেখানে দর্শনের প্রাধান্য, কিন্তু সেবার স্থান নাই। এই জন্য সমাজে তাহারা যোগ্য স্থান লাভ করিতে পারিতেছে না। আমরা যদি সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র বাহ্য ও স্থূল অর্থে সেবাকে গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমাদের প্রকৃত স্বরূপ সংরক্ষিত হইবে না। এখানে সমবেত প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সংঘবদ্ধ হইয়া এই বিষয়ের উপর বিচার-বিবেচনা পূর্ব্বক বর্ত্তমান যুগের প্রয়োজন ও দাবী অনুসারে কর্ম্মপদ্ধতি স্থির করুন এবং সমস্ত সমাজকে সংগঠিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া সেই আদর্শকে গ্রহণ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। এই কয়েকটি কথা বলিয়া এই আয়োজনের সফলতা ও শুভ কামনা করি।

স্বামী প্রণবানন্দ ও নিষ্কাম সেবার আদর্শ

শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ,১০৮ শ্রীমণ্ডিত গণেশানন্দ পুরী,
সাধনা সদন, কন্‌খল

অদ্য ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মন্দির উদ্‌ঘাটন দিবস। এই কেন্দ্রে সঙ্ঘের একটি অনুপম শাখা হইবে। সকলকে প্রকাশ দান করিবার জন্য এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আনন্দের বিষয়, কুম্ভপর্ব্ব উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন।

"ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ"এই নামের দ্বারাই বোঝা যায় ভারতের সেবার জন্যই এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা। আপনারা সকলেই শ্রবণ করিয়াছেন আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের বাণী। তিনি বলিয়াছেন—আমাদের সব কিছু আছে, অভাব কেবল একতার। এই একতার প্রতিষ্ঠা এবং নিজেদের দেশ-সমাজের অভ্যুদয় ও সকলের সেবা এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন, সন্ন্যাসীদের সেবার সহিত কি সম্বন্ধ? দুই মিনিটে এই প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিতে চাই। সেবা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ উক্তি আছে, "সেবাধর্ম্মঃ পরমগহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ।" সেবাধর্ম্ম অতি গহন এবং যোগিগণের পক্ষেও অগম্য। যোগীর অর্থ—কর্ম্মযোগী। অথবা "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"—যিনি মনকে বশীভূত করিয়াছেন, সেই প্রকার বিশিষ্ট রাজযোগী সাধকের পক্ষেও অগম্য, অর্থাৎ তাঁহাদের পক্ষেও সেবাধর্ম্ম পালন সহজসাধ্য নহে। এই সেবা কি বস্তু? বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, সেবার সঙ্গে অহং ভাব থাকিলে তখন আর সেবা থাকে না। সেবা ত্রুটিপূর্ণ হইয়া যায়। একমাত্র সন্ন্যাসীই সেবা করিতে পারে। কেন না, একমাত্র সন্ন্যাসীই জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন এবং সেবা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া যায়। সেবা করিতে থাকিলেও 'আমি সেবা করিতেছি' এই প্রকার অভিমান তাঁহার থাকে না। যেরূপ সূর্য্য হইতে সকলে আলো লাভ করে, কিন্তু আমি সকলকে কিরণ দান করিতেছি, সূর্য্যের এই রূপ অভিমান নাই। আলো বা প্রকাশ তাহার স্বভাব। এই প্রকার জ্ঞানীর পক্ষেই সেবা করা সম্ভব। অন্যের পক্ষে ইহা অসম্ভব। এই জ্ঞান লাভ করাই সন্ন্যাসীর একমাত্র লক্ষ্য। জ্ঞান লাভের পর তিনি

যাহা কিছু করেন সব সেবা হইয়া যায়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এই প্রতিষ্ঠানটি সংস্থাপিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে সকলে ইহার মহান্ বিশুদ্ধরূপ দেখিতে পাইবে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের দীপ্তি ও স্বামী প্রণবানন্দের ব্যক্তিত্বগৌরব

মহামণ্ডলেশ্বর শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ১০৮ শ্রীমণ্ডিত স্বামী বেদব্যাসানন্দজী সরস্বতী

সভার অধ্যক্ষ, আচার্য্য নিরঞ্জন পীঠাধীশ্বর মহারাজ ও অন্যান্য শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্যবৃন্দ, তপস্বিবৃন্দ, বীতরাগবৃন্দ, বালবৃন্দ! আজ অতি মহৎ সমাবেশ। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ নামক ভারতের একটি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ও সঞ্চালনাতে উৎসবের কার্য্যক্রম আয়োজিত হইয়াছে। এক সময় আমাদের দেশে প্রধান মন্ত্রী স্বর্গীয় জহরলাল নেহেরু আমেরিকায় গিয়াছিলেন। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন—"আমেরিকায় আপনি কি দেখিতে চান?" নেহেরু উত্তরে বলিলেন—"যিনি বিশ্বধ্বংস করিবার জন্য সর্ব্ব প্রথম এ্যাটম্ বোমা প্রস্তুত করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে দেখিতে চাই।" নেহেরু তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। সাক্ষাতের পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ্যাটম্ বম্ আবিষ্কার করিবার প্রেরণা আপনি কোথা হইতে পাইয়াছেন?" নিধনকার্য্যে প্রযুক্ত বিশ্বের সর্ব্ব প্রথম এ্যাটম্ বম্ প্রস্তুতকারী আমেরিকায় সেই ব্যক্তি উত্তরে বলিলেন,—"পরমাণু বোমা প্রস্তুত করিবার প্রেরণা এবং Idea ভারতই আমাকে যোগাইয়াছে।" নেহেরু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"ভারত? ভারত কি প্রকারে এই প্রেরণা যোগাইল?" "হ্যাঁ, ভারতের গীতাই আমাকে এই প্রেরণা দিয়াছে। গীতার একাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ মন্ত্র হইতে এই প্রেরণা পাইয়াছি—

"দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ।"

আমরা একটি সূর্য্যের তেজঃ দেখিয়াছি, এইরূপ সহস্র সূর্য্য একসঙ্গে উদিত

হইলে যে আলো, যে তেজঃ কল্পনা করা যায়, অর্জ্জুন সেই আলো দেখিয়াছিলেন। আমরা সেই তেজঃ বা আলো অনুসন্ধান করিতেছি।" আমেরিকার বিজ্ঞানী বলিলেন—"এই 'ভা' অক্ষর হইতে ভারত শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।"

সমগ্র বিশ্বে আলো বিতরণকারী আমাদের এই দেশ। যে দেশ সর্ব্বদা এই 'ভা' বা আলো বিতরণে রত, তাহাই ভারত। আলো দুই প্রকারের,—একটি স্থূল, অপরটি সূক্ষ্ম। অন্তরে আধ্যাত্মিক আত্মার যে প্রকাশ, তাহাই সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। তাহার অনুসন্ধানই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। অধ্যাত্ম বিদ্যা প্রকাশে যিনি রত বা নিযুক্ত তিনিই ভারতীয়। সেই ভারতের সেবায় নিযুক্ত যে সেবাশ্রম তাহাই ভারত সেবাশ্রম। যে সেবাশ্রম অন্তরের সেই প্রকাশ অনুসন্ধান করিতেছে ও তাহার সেবা করিতেছে তাহাই সেবাশ্রম। আশ্রম কাহাকে বলে? যেখানে শ্রম আছে (শ্রমঃ যত্র বিদ্যতে) তাহাই আশ্রম। অক্লান্ত পরিশ্রমকারী এই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের যথাযথ পরিচয় দেওয়া এই অল্প সময়ে সম্ভব নয়। ইহার সমকক্ষ কোন প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে নাই। সন্ন্যাসী সাধুরা অনাসক্ত হইয়াও ঝাড়ু দান, অগ্নি নির্ব্বাপণ, দরিদ্রদের রক্ষা ও ঔষধ বিতরণ প্রভৃতি কর্ম্মে রত দেখিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যপ্রণালী স্মৃতিপথে জাগ্রত হয়।

পাণ্ডবের রাজসূয় যজ্ঞের সভায় উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করা হইল "আপনি কোন্ কার্য্যের দায়িত্ব নিতে চান!" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"উচ্ছিষ্ট পাতা পরিষ্কার করিবার ও ঝাড়ু দিবার দায়িত্ব আমি নিতে চাই। আমি খাজাঞ্জী অথবা সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে চাই না।" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-প্রবর্ত্তিত সেই কার্য ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ গ্রহণ করিয়াছে। ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, স্বেচ্ছাসেবক এখানে যাঁহারা উপস্থিত আছেন আমি সম্পূর্ণ ভাবে তাঁহাদের সমর্থন করি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রবর্ত্তিত সনাতন ধর্ম্মের আরব্ধ লক্ষ্য ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ সম্পূর্ণ করিতেছে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সম্যক্ পরিচয় দিবার ইচ্ছায় আসিয়াছিলাম, কিন্তু সময়াভাবে তাহা সম্ভব হইল না।

স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ সাক্ষাৎ **দেবমূর্ত্তি**। স্বামীজী মহারাজের সহস্র বার জয়ধ্বনি দিলেও সন্তোষ লাভ পূর্ণতা অর্জ্জন করে না। **তিনি দ্বিতীয় শংকরাচার্য, দ্বিতীয় বিবেকানন্দ, দ্বিতীয় দয়ানন্দ। হিন্দুস্থানের দশজন বিশিষ্ট সন্ন্যাসী**

একযোগে স্বামী প্রণবানন্দের সমকক্ষ হইতে পারেন না। এইরূপ মহান্ সন্ন্যাসী, মহান্ নেতা, মহান্ তপস্বী, মহান্ ত্যাগী, মহান্ তপোমূর্ত্তি, মহানুভবকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। সমস্ত মণ্ডলেশ্বরের শুভেচ্ছা এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আছে। দেশ-বিদেশে ইহার হাজার হাজার শাখা প্রতিষ্ঠিত হউক। ইহাই চাই। সমস্ত আখড়া, সমগ্র হরিদ্বার, সমগ্র হিন্দুস্থান, সমস্ত পৃথিবীর চিন্তাশীল লোকের সমর্থন এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আছে।

বৈদিক ধর্ম্মসংরক্ষণে ক্রান্তদর্শী পুরুষ স্বামী প্রণবানন্দজী

মহামণ্ডলেশ্বর শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ১০৮ শ্রীমণ্ডিত স্বামী
গোবিন্দানন্দ গিরি, ভোলানন্দ গিরি আশ্রম

অদ্য এই শুভ পুণ্য অনুষ্ঠান দিবসে উপস্থিত শ্রদ্ধেয় মণ্ডলেশ্বরবৃন্দ, তপস্বিবৃন্দ, ধর্ম্মপিপাসু সজ্জন, মাতা ও ভগিনীগণ! যখন বৌদ্ধ ও কাপালিকদের প্রভাব বিশেষ বিস্তার লাভ করিয়াছিল সেই সময়ে আচার্য্য শংকর অবতার গ্রহণ করিয়া দশনামী সম্প্রদায় অর্থাৎ দশজন শিষ্যের পরিচালনায় চারিটি মঠের প্রতিষ্ঠা করেন। ভবিষ্যতে বৈদিক সংস্কৃতির উপর কুঠারাঘাত যাহাতে না হয় সেই জন্যই এই মঠগুলির প্রতিষ্ঠা। উহাদের গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি নামকরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুশাসন বিচার করিলে এই গুলিকে আমরা সাম্প্রদায়িক বলিতে পারি না। এইরূপ একজন মহান্ পুরুষ যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার ভিতর সাম্প্রদায়িকতা থাকিতে পারে না। আমা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তুকে সাম্প্রদায়িক বলা যায়। এক সময় যেমন বৌদ্ধদের প্রভাব ছিল, অধুনা তেমনি আনন্দমার্গীরাও খুব প্রচার-প্রসার করিতেছে, যাহা সনাতন ধর্ম্মের অনুকূল নহে। ইহা ভিন্ন মুসলিম ও খ্রিস্টানরা তো আছেই। আনন্দমার্গ আজ পূর্ব্বভারতের

দিকে দিকে প্রসারিত। আমরা যদি ইহার প্রতিবিধান করিতে চাই তবে তাহা সাম্প্রদায়িকতা বলা যাইবে না। কেন না, আমাদের আচার্য্যদের ইহাই পরম্পরা আছে যে, আমাদের বৈদিক সংস্কৃতির উপর যে কুঠারাঘাত করিবে আমরা তাহাদের সম্মুখে বুক পাতিয়া দাঁড়াইব। আমরা যদি আমাদের সমাজজীবনে ত্যাগ, বৈরাগ্য ও বেদান্তের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি তবেই ইহা সম্ভব।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রাতঃস্মরণীয়, মহাত্যাগী, ব্রহ্মনিষ্ঠ, সদাচারী ও সংযমী পুরুষ আচার্য্য প্রণবানন্দজীর নাম সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। **তিনি ক্রান্তদর্শী পুরুষ ছিলেন**। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে বৈদিক আদর্শ ও সমাজের উপর বিধর্ম্মীর আক্রমণ হইবে। কেবল হাসপাতালে ও মেলা প্রভৃতিতে সেবা প্রকৃত সেবা নয়। আচার্য্য প্রণবানন্দজী মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভবিষ্যতে বৈদিক ধর্ম্মের উপর যাহাতে আক্রমণ হইতে না পারে এই জন্য একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ত্যাগী ও বৈরাগ্যসম্পন্ন না হইলে এই সঙ্ঘের সেবা করা সম্ভব হইবে না। জনগণের সেবাই পরম সেবা। এই সেবাধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অদ্যাবধি এই প্রতিষ্ঠান পথপ্রদর্শক প্রতিষ্ঠাতার আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠান আরও উন্নত হইবে। আনন্দমার্গী-লোকজন পূর্ব্বভারতের অনেক স্থানে ও আসামে কেন্দ্র খুলিয়াছে। ইহারা কি করিতেছে সে বিষয়ে জনগণ অবহিত আছেন। তাহারা মূর্ত্তি মানে না, বেদ মানে না, যজ্ঞ মানে না—কিন্তু কাষায় বস্ত্র ধারণ করিয়া বৈদিক সংস্কৃতির উপর কুঠারাঘাত করিতেছে। সমগ্র সাধুসমাজের দৃষ্টি এই বিষয়ে আকর্ষণ করি। আজ মহাত্মাদের নিকট আমার নিবেদন, তাঁহারা যেন ইহার প্রতিবিধানে সচেষ্ট হন।

ভৌতিক বাদ নিরসনে স্বামী প্রণবানন্দজী

মণ্ডলেশ্বর শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ ১০৮ শ্রীমণ্ডিত স্বামী
রামস্বরূপজী, গুরু মণ্ডল, দেওপুরা

সেবা এবং প্রেমের সাকারমূর্ত্তি পবিত্র সাধুসমাজ ! আমাদের সেবা শব্দের উপর সিংহাবলোকন করিতে হইবে। আমরা যে সেবা করি তাহা বিশ্বের সম্মুখে পুনঃ প্রত্যক্ষভাবে দেখাইতে হইবে। সাধু-সমাজের পবিত্র শ্রমের সাকার রূপ কি ছিল ? জগতের সম্মুখে তাহার পরিচয় দিতে হইবে। এই ঘোর কলিযুগেও কতিপয় মহাপুরুষ সেবা ও শ্রমের সাকার-মূর্ত্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন। কেবল মৌখিক পরিশ্রম অপেক্ষা শ্রমের সাকার মূর্ত্তিরূপে অনেক মহাপুরুষ আত্মপ্রকাশ করিলেও যাঁহাদের সম্মুখে ঘোর নাস্তিক নতমস্তক হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের ভূমিকায় আমরা যে প্রকারের আত্মবলিদানের আদর্শ দেখিতে পাই, তাহা আজ লুপ্ত ও সুপ্তপ্রায়। সেই আদর্শকে পুনরায় জাগ্রত করিতে হইবে, আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। প্রাতঃস্মরণীয় স্বামী বিবেকানন্দ রাষ্ট্রোত্থানের জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন। যে দেশ ভৌতিক বাদের পূজারী, তাহাকে দেখাইয়াছেন, ভৌতিক বাদের উপর অধ্যাত্মবাদের স্বর্ণকলস কিরূপে স্থাপিত করা যায়। ভৌতিক বাদের উপর অধ্যাত্মবাদ কিরূপে বিজয় লাভ করিতে পারে, তাহা তিনি প্রমাণিত করিয়াছেন। কেবল মাত্র ভারতের ভিতর দুন্দুভি নিনাদ করিলে বিশেষ লাভ হইবে না মনে করিয়া ভৌতিক বাদের দুর্গে হানা দিয়া তিনি ভৌতিক বাদের উপাসকদের অধ্যাত্মবাদের করুণাপ্রবাহের আস্বাদন করাইয়াছেন। বাংলাদেশের জন্য গর্ব্ব অনুভব করিতে পারি। **পূর্ব্বদিকে যেরূপ সূর্য্য উদয় হয়, সেইরূপ মহাপুরুষগণ বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া দেশ, রাষ্ট্র এবং সাধুসমাজের সক্রিয় উত্থানে যে আত্মবলিদান দিয়াছেন তাহা চিরঃস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।** রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম দুইব্যক্তির সমষ্টি—একটি মৌন-মূর্ত্তি, আর অপরটি ক্রিয়ামূর্ত্তি। রামকৃষ্ণ পরমহংসের মূক অধ্যাত্মসাধনা এবং তাঁহার শিষ্য বিবেকানন্দের শ্রমসাধনা উভয়

মিলিয়া এক অপূর্ব্ব সেবামন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা মহামনীষী স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের ভিতর এই দুই শক্তির সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ তাহারই দিব্য প্রকাশ। আমি তাঁহাকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। কাশীধামের দশাশ্বমেধ ঘাটে দেবী দুর্গার মূর্ত্তির সম্মুখে অভয়মুদ্রায় উপবিষ্ট সেই মহামূর্ত্তির আড়ম্বর সহকারে আরতি হইত। ইঃ ১৯৩২—৩৪ সালে সেই দৃশ্য আমি দেখিয়াছি। আজও সেই অলৌকিক দৃশ্য আমার সম্মুখে জাজ্জ্বল্যমান্।

জয়তু প্রণবানন্দ !

মহামণ্ডলেশ্বর শ্রোত্রিয়; ব্রহ্মনিষ্ঠ, ১০৮ শ্রীমণ্ডিত শ্যামসুন্দরজী, গরীব দাসী, উদাসী সম্প্রদায়

সনাতন ধর্ম্মের জয়! স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের জয়!! সাধু সন্তদের জয়!!! পরম শ্রদ্ধেয় মহামণ্ডলেশ্বরবৃন্দ, যতিবৃন্দ, বিদ্বৎবৃন্দ, সৎ-গৃহস্থবৃন্দ, ধর্ম্মানুরাগী বন্ধুগণ! আপনাদের সম্মুখে বিভিন্ন বক্তা অতি সুন্দর শব্দ বিন্যাসপূর্ব্বক একজন মহাপুরুষের কৃতি ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিয়াছেন। যুগাচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ ও এই সঙ্ঘের কর্ম্মিগণ জনসাধারণের জন্য নিজেদের জীবনকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিয়াছেন। জন সাধারণের সেবার জন্য আধ্যাত্মিক আদর্শ জাগ্রত করিবার জন্য যাঁহারা আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা সমাজের কর্ণধার। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী রামতীর্থজী দেশ-বিদেশে যে ভাবে অধ্যাত্মবাদের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছেন তাহাতে ভারতের মস্তক উন্নত হইয়াছে। এই শ্রেণীর যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষগণ সর্ব্বদা বন্দনীয়। তাঁহাদের জীবন হইতে আমাদের প্রেরণা গ্রহণ করিতে হইবে। এই সময় সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একটি বিশাল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। এই যুগ—সংগঠনের যুগ। একক ভাবে কার্য্য করিলে সফলতা লাভ করা সুদূরপরাহত। কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অগ্রসর না হইলে যে বাতাবরণ সৃষ্টি হইয়াছে তাহা সীমাবদ্ধ থাকিবে, আমাদের হিন্দুসংস্কৃতি এবং বৈদিক দার্শনিক

পরম্পরা লুপ্ত হইয়া যাইবে। আপনারা বিদিত আছেন, স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ অধ্যাত্মবাদ প্রচার ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক কার্য্য করিয়াছেন। মহাপুরুষদের জীবনে বিদ্যা, তিতিক্ষা ও ত্যাগময় ভাবনা বিদ্যমান থাকে। তাঁহাদের জীবন হইতে আমাদের প্রেরণা গ্রহণ করিতে হইবে। আর বেশী কিছু না বলিয়া এখানকার কর্ম্মিগণকে বলিতে চাই,—আমার যদি কোন প্রকার সাহায্যের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিব। এই বলিয়া আমার শুভেচ্ছা প্রকাশ করিতেছি।

আপনারা যে ভাবে কাজ করিতেছেন তাহার যথাযথ প্রচার হওয়া প্রয়োজন। **শংকরাচার্য্য যে ভাবে চারিটি মঠের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, স্বামী প্রণবানন্দজী সেইরূপ অধ্যাত্মবাদ প্রচারের জন্য দেশে বিদেশে অনেক কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন।** প্রত্যেক তীর্থস্থানেও এইরূপ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। এই কেন্দ্রগুলির সহিত পুস্তকালয়, পাঠাগার, ঔষধালয় ও মন্দির যুক্ত থাকিবে। আমি বিশ্বাস করি, ইহার দ্বারা হিন্দু-সংস্কৃতি ও ধর্ম্মপরম্পরা অব্যাহত থাকিবে।

ধর্ম, সাধুসমাজ ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

মহামণ্ডলেশ্বর, শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ১০৮ শ্রীমণ্ডিত স্বামী কৃষ্ণানন্দজী মহারাজ, নিরঞ্জন পীঠাধীশ্বর

আচ্ছা ভাই, আপনারা সকলে মহানুভবদের মুখকমল হইতে ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করিয়াছেন। আপনারা জানেন, কেবল মাত্র ভোগ্য পদার্থ সংগ্রহ করিয়া মনুষ্যজীবন সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। আহার, নিদ্রা প্রভৃতি পশুপক্ষীতেও বর্ত্তমান। এইজন্য আমাদের ঋষি-মহর্ষিরা মানব জীবনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"ধর্ম্মো হি তেষাং অধিকো বিশেষঃ। ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ।।" ধর্ম্মানুরাগ মানব জীবনের বিশেষত্ব, ধর্ম্মবিহীন মনুষ্য পশুর সমান। এখন প্রশ্ন হইতেছে—ধর্ম্ম কি ? খ্রিস্টানরা বলেন—আমাদের ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, মুসলমানেরা বলেন—আমাদের ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। হিন্দুও দাবী করেন—আমাদের ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। হিন্দুধর্ম্মের অন্তঃপাতী অনেক সম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব

প্রতিপাদন করিতে তৎপর। এখন প্রশ্ন উঠিতেছে—কোন্ ধর্ম্ম মানুষের ভিতর হইতে পশুত্ব দূর করিতে পারে। সমন্বয়বাদিগণ সব ধর্ম্মকে ভাল বলিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা বেদের নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহারাও নিজেদের ধর্ম্মবাদী বলিয়া দাবী করেন। তবে আমাদের আচার্য্যগণ এই সব বেদ-নিন্দুকদের খণ্ডন করিলেন কেন ? যেহেতু তাঁহারা খণ্ডন করিয়াছেন, সেই জন্যই মনে হয় বেদবিহিত ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম। আচার্য্য শংকর—তদীয় ভাষ্যে বলিয়াছেন—"দ্বিবিধো হি বৈদিকঃ ধর্ম্মঃ, প্রবৃত্তিলক্ষণঃ নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ।" প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ ভেদে বেদবিহিত ধর্ম্ম দুই প্রকারের, যাহার মাধ্যমে মনুষ্য জীবনে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ সম্ভব। কেবল মাত্র ভোগ্য দ্রব্য সংগ্রহের দ্বারা সুখ লাভ হয় না। সংগ্রহ করিবার জন্য প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্মের বিধান উপনিষদাদি শাস্ত্রে পাওয়া যায়—"ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।

"কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি"—ইত্যাদি

এই জন্য মহানুভবগণ ধর্ম্মের এই বিশেষত্ব মনে করেন যে, শুধু বক্তৃতা করিলে ধর্ম্ম রক্ষা হইবে না। সাধুসমাজকে বিশেষ করিয়া বিচার করিতে হইবে, শংকরাচার্য্য একাই ভারতকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, আজ লক্ষ লক্ষ সাধু থাকা সত্ত্বেও সর্ব্বত্র ধর্ম্মের হ্রাস ও অধর্ম্মের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। কারণ, আজ অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর বেদান্ত অধ্যয়নের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে নিবৃত্তির পরিবর্ত্তে ভক্তদের বশীভূত করা ও মঠ-মন্দির নির্ম্মাণ করা। যাঁহারা এই ভাবে চলেন, সমাজ তাঁহাদের প্রশংসা করে। আর যদি বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে রত হন তাহা হইলে লোকে তাঁহার কোন মূল্য দেয় না। বেদান্তশাস্ত্র-অধ্যয়নের অধিকারী কে ? আচার্য্য শংকর বলিয়াছেন "ইহামুত্রার্থ-ফলভোগবিরাগঃ", "নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ","শমদমাদিষট্-সম্পত্তিঃ", মুমুক্ষুত্বঞ্চেতি" সাধনচতুষ্টয় এবং "সমাধি" ইত্যাদি অর্জ্জন করা চাই। এই সাধনাদর্শগুলি আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইলে সমাজসংস্কার হইতে পারে। আমাদের নিজেদের সংস্কার না হইলে অন্যের সংস্কার কিরূপে হইবে? ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া বলিতে চাই, এই সঙ্ঘ হিন্দুধর্ম্মরক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। ইহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

স্বামী প্রণবানন্দজীর আদর্শ ও সাধুসমাজ

মহামণ্ডলেশ্বর, মহানির্ব্বাণ মঠ

পরম আদরণীয় মণ্ডলেশ্বরবৃন্দ, উপস্থিত সন্তমণ্ডলি, কল্যাণীয় উপস্থিত সজ্জনবৃন্দ, মাতা ও ভগিনীগণ ! আপনারা বড় বড় মহাপুরুষদের দর্শন লাভ করিতেছেন, ইহা একটি পরম শুভ সময়। সঙ্ঘের মন্ত্রী শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দজী মহারাজ, প্রধান সম্পাদক, যে কথা বলিয়াছেন, আজ তাহা আচরণ করা বিশেষ প্রয়োজন। এই কথাগুলি যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অনুসরণ করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব নয়। আমাদের ধর্ম্মের হ্রাস হইতেছে। সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন। মণ্ডলেশ্বরগণ ইহার রক্ষার জন্য যথাযথ প্রচার করিতেছেন—স্ব-স্ব প্রদেশে। পঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট, বাংলাদেশ—এ সবগুলিই আমাদের দেশ। মহাপুরুষগণ যেখানে বিরাজ করেন সেখানে ধর্ম্মের প্রচার হয়। আমাদের উপর এই দায়িত্বভার আছে। আমরা যদি আমাদের কর্ত্তব্য পালন না করি তাহা হইলে আমাদের পতন অনিবার্য্য। আমরা যদি জাগ্রত থাকি, ধর্ম্মরক্ষার জন্য কটিবদ্ধ হই, বিধর্ম্মীদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকি, তাহা হইলে ধর্ম্মরক্ষা হইবে। ধর্ম্মরক্ষা হইলেই দেশরক্ষা হইবে। যেরূপ স্বামী বিবেকানন্দ বিদেশে প্রচার দ্বারা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, সেইরূপ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশে এবং বিদেশে বিশেষ ভাবে প্রচার করিয়াছেন। সেই প্রকার আমাদেরও ধর্ম্মরক্ষার জন্য কটিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। "ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ"—মনু মহারাজ বলিয়াছেন, ধর্ম্মকে রক্ষা করিলে ধর্ম্ম আমাদের রক্ষা করিবে। আমরা আমাদের আচার-বিচারকে সংস্কার করিতে পারিলে অন্যের উপরে তাহার প্রভাব বিস্তৃত হইবে। নানা স্থানে বিধর্ম্মী লোক সনাতন ধর্ম্মের বিনাশ করিবার জন্য প্রচার করিতেছে। এমন কি মর্য্যাদাপুরুষোত্তম রামচন্দ্রের কুৎসা প্রচারিত হইতেছে—এই ভারতবর্ষে। কখনই ইহা হইতে দেওয়া উচিত নয়। এই সব বিধর্ম্মীর সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ধর্ম্মের অধঃপতন হইতেছে। ধর্ম্মের

রক্ষার জন্য ভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন তাহার জন্য অপেক্ষা করা উচিত হইবে না। আমাদের ভিতরেও ভগবানের অংশ আছে। আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হইলে তাহার ভিতর দিয়া ভগবৎ শক্তির প্রকাশ হইবে। স্বামীজী মহারাজের ভাষণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। এই দিকে ধ্যান দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এই কার্য্যের সহযোগিতা করিয়া ধর্ম্মরক্ষায় সাহায্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

সেবাব্রত ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

মহামণ্ডলেশ্বর শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ১০৮ শ্রীমণ্ডিত স্বামী ত্রিবেণী পুরী, উদাসী সম্প্রদায়

স্বামী প্রণবানন্দজীর জয়!

পরম অর্চ্চনীয় বন্দনীয় সন্তসমাজ, প্রিয় বন্ধুগণ, স্নেহময়ী মাতা ও ভগিনীগণ! আজ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেছি। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসিগণের সহিত আমার কিছু পরিচয় আছে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছে। সেবা মহত্বপূর্ণ—সেবার দ্বারা অন্তঃকরণ পবিত্র হয়। পবিত্র অন্তঃকরণ ভগবানের নিবাসস্থল। প্রাণী মাত্রের সেবা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভক্তি। ত্রিকালজ্ঞ বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে উপদেশ করিয়াছেন—"যেন কেনপ্যুপায়েন যস্য কস্যাপি দেহিনঃ। সন্তোষং জনয়েৎ রামহ্যেতৎ ঈশ্বরপূজনম্ ।।"

যে কোন উপায়ে যে কোনও প্রাণীর সন্তোষ উৎপাদন করাই ঈশ্বরপূজা। ভাগবতেও ইহার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। যে কোন প্রাণীর ভিতর যিনি ভগবানের রূপ দেখিতে পান ও ভগবান্ মনে করিয়া তাহার সেবা করেন, তিনিই পরম ভক্ত। ইহাই ভক্তির উত্তম রূপ। যাহার যতটুকু শক্তি আছে, সেই শক্তি অনুসারে সেবা করিলে শ্রেষ্ঠ ফল পাওয়া যায়। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ এই সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। সব সাধুসমাজ ও মণ্ডলেশ্বরদেরও সেই সেবাব্রত গ্রহণ করা উচিত।

অবতারের লীলাভূমি ভারত ও স্বামী প্রণবানন্দজী

মহামণ্ডলেশ্বর, শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ১০৮ শ্রীমণ্ডিত স্বামী
সদানন্দ মহারাজ, গীতা মন্দির, আমেদাবাদ

শ্রদ্ধেয় মহামণ্ডলেশ্বরবৃন্দ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মন্ত্রী স্বামী অদ্বৈতানন্দজী মহারাজ এবং সমস্ত সন্তবৃন্দকে "নমো, নারায়ণায়। পতিতপাবনী ভগবতী গঙ্গা মায়ের ক্রোড়ে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সুন্দর আশ্রমভবন দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেছি। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত সন্ত মহাত্মাদের একই লক্ষ্য—"সেবাধর্ম্মঃ পরমগহনো যোগিনামপ্যম্যঃ"—এই ভারতভূমি অত্যন্ত মহান্। এই ভারতে পবিত্র পুণ্য গঙ্গাযমুনা প্রবাহিত। এই ভারত অসংখ্য মহাপুরুষের জন্মদান করিয়াছে। ভৌতিক বাদী দেশসমূহ এখনও ভারতের চরণে নতমস্তক হইয়া ইহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করে। কেন না, এখানে স্বামী বিবেকানন্দজী, স্বামী প্রণবানন্দজীর ন্যায় মহাপুরুষ অবতরণ করিয়াছেন। কেবল আজ নয়, অনাদি কাল হইতে অসংখ্য মহাপুরুষ শরীর ধারণ করিয়া ভারতকে রক্ষা করিয়াছেন। ইহাই ভারতের বিশেষত্ব। ভারত অবতারগণের লীলাভূমি। পরমাত্মা শ্রীভগবান্ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—ভারতের কোন প্রকার সঙ্কট উপস্থিত হইলে শরীর ধারণ করিয়া ইহাকে রক্ষা করিবেন। আজ ভারতের দুর্দ্দশা দেখিয়া অনেকে নৈরাশ্য অনুভব করেন। কিন্তু এই দেশ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দেশ, ভগবান্ শ্রীরামের দেশ। স্বামী বিবেকানন্দের ও স্বামী প্রণবানন্দের ন্যায় শক্তিধর পুরুষ এখানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এই দেশবাসী এখানে আনন্দময় জীবন যাপন করে।

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

আমাদের অল্পবুদ্ধির জন্যই সাময়িক অবস্থা বিপর্যয় দেখিয়া আমরা নিরাশ হইয়া পড়ি। পরম পিতা পরমাত্মা এই দেশকে বার বার রক্ষা করিয়াছেন। অসংখ্য মহাপুরুষ এখানে জন্ম গ্রহণ করিয়া এদেশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। মনু মহারাজ বলিয়াছেন—"এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ। স্বং স্বং চরিত্রং

শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ ।।" সমগ্র পৃথিবীর জনগণ এই দেশে আসিয়া নিজ নিজ ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি শিক্ষা করিবে। তাহারা জানে, এই দেশ তাহাদের গুরুর দেশ। ভৌতিক বাদের উপাসক আমেরিকানদের স্বর্গাশ্রমের ঝোপে ঝাঁড়েও দেখা যায়। গঙ্গামাতাকে দর্শন করিয়া তাহারা নতমস্তক হয়। জ্ঞান লাভের জন্য অনেক বিদেশী সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ কেবল একদিকেই প্রচার করেন তাহা নয়, আমি অনেক দিন হইতে ইহাদের বহুধা কার্য্যকলাপ জানি। আমার গুরুদেব যখন স্থূল শরীরে ছিলেন সেই সময়ে নোয়াখালির হত্যাকাণ্ডে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পক্ষ হইতে সর্ব্ব প্রকারের সাহায্যদান করা হয়। সে বিষয়ে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। আমাদের দেশের প্রধান প্রধান তীর্থস্থানে, যেখানে যত বড় বড় মেলার অনুষ্ঠান হয় সেই সকল ক্ষেত্রে, যেখানে যেখানে ব্যাপক ভাবে নৈসর্গিক সংকট উপস্থিত এবং দুর্ভিক্ষ-ভূমিকম্পের দ্বারা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় সেই সকল অঞ্চলে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মহাত্মগণ উপস্থিত হইয়া পীড়িত জনার্দ্দনের সেবা করিয়া থাকেন। এই প্রতিষ্ঠান আমাদেরই প্রতিষ্ঠান। এই সব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা দেশ ও ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকি। সাধারণ লোক মনে করে মহাত্মারা ভাণ্ডারা খাওয়া ছাড়া আর কিছু কাজ করেন না। এ কথা সত্য নহে। এই সব বড় বড় কুম্ভমেলা মহাত্মাদেরই অবদান। ভারতবাসী এই মহাত্মাদের চরণ স্পর্শ করিয়া নিজেদের জীবন সার্থক মনে করে। কেবল ভারতবাসী নয়, দেশ-বিদেশের জনগণও এই ধারণা পোষণ করেন। আজ আমেরিকা ইংরেজীর মাধ্যমে বেদ শিক্ষা দিতে পারে এই রকম গুরুর সন্ধান করিতেছে। সমগ্র দেশ ভারতের পরোপকারবৃত্তি ও সেবাবৃত্তির প্রত্যাশী। "পরোপকারায় সতাং বিভূতয়ঃ"—বিশ্বের কোনও দেশে এই আদর্শ নাই। কল্যাণ লাভ করিতে হইলে এই ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, ভারতীয় সন্ন্যাসীদের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, তবেই মুক্তি লাভ সম্ভব। অন্য কোন দেশে মুক্তি লাভের উপায় নাই। ইহা কেবল ভারতমাতার অবদান। এই জন্য আমি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কার্য্যকর্ত্তা, অধ্যক্ষ ও মহামন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি যে, তাঁহারা এই সব সেবাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও সমস্ত মহামণ্ডলেশ্বরদের এখানে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের স্বাগত জানাইয়াছেন ও তাঁহাদের রমণীয় প্রবচনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পুনঃ পুনঃ আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

মোহন্ত ও মঠধারীদের প্রতি আচার্য্যদেবের সার্থক সূচনা

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কাশীধামে Religious Endowment Bill এর প্রতিবাদ কল্পে অনুষ্ঠিত অখিল ভারত সাধু সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হইলে বিশেষ কারণে উপস্থিত হইতে না পারিয়া আচার্য্যদেব সম্মেলনের সভাপতি শঙ্করাচার্য্যের নিকট একটি স্মারক লিপিতে হিন্দু জাতি, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের সেবায় সাধু-সন্ন্যাসী মণ্ডলীর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। নিম্নে আচার্য্যদেবের ইংরাজী হইতে অনূদিত বিবৃতিটি প্রকাশিত হইল ঃ—

"কাশীধামে আয়োজিত অখিল ভারতীয় সাধুসম্মেলনের নিমন্ত্রণ-পত্র গৌরব ও সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলাম। আপনাদের পবিত্র সঙ্গলাভের এই সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে না পারিয়া আমি দুঃখিত। কারণ,—আমি আমার সঙ্ঘের কতকগুলি গুরুতর কার্য্য—বিশেষ ভাবে বাঙ্গালা দেশে হিন্দু সংহতিশক্তি সংগঠন ব্যাপারে বিশেষ ব্যস্ত আছি। তবে আশা করি, আপনার সুনিপুণ পরিচালনায় সাধুসমাজের সম্মেলনে তাহার সমাধান প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

ভারতীয় জাতীয় জীবন বর্ত্তমানে এক ক্লেশময় বিপ্লব যুগের মধ্য দিয়া চলিতেছে এবং জাতির অন্তরাত্মা আজ চায় যে ভারতের লক্ষ লক্ষ সাধু জাতির উন্নতি-অভ্যুদয়কল্পে তাঁহাদের যথাসাধ্য সেবাদান করুন— জাতিকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনী শক্তি দিয়া সঞ্জীবিত করুন। বলা বাহুল্য যে, আমি বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া সমগ্র সাধুসমাজের মনোযোগ এ বিষয়ে আকর্ষণ করিবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি এবং আমি বিশেষ আনন্দিত হইতেছি যে আজ সমগ্র সাধুমণ্ডলী তাঁহাদের চিন্তা ও চেষ্টা এদিকে প্রয়োগ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

অতীতের অত্যুচ্চ ধর্ম্মমহিমার গৌরব ও গর্ব্বই যে ভারতের একমাত্র

সম্বল—তাহা নহে, ভারতে এখনো লক্ষ লক্ষ সর্ব্বত্যাগী নিঃস্বার্থ সেবাব্রতী সাধু আছেন, যে বিরাট আধ্যাত্মিক সৈন্যবাহিনীর এক মুষ্টি ভাত বা কয়েক টুকরা রুটি এবং একখণ্ড কটীবাস ছাড়া আর কিছুরই প্রয়োজন হয় না। কিন্তু প্রশ্ন জাগে—এই লক্ষ লক্ষ ত্যাগী সাধুর মধ্যে কয়জন আজ পাশ্চাত্য নাস্তিক্যমূলক কৃষ্টি ও সভ্যতার প্লাবনপ্রবাহ প্রতিরোধের জন্য ভারতীয় নরনারীর দ্বারে দ্বারে সনাতন ধর্ম্মের আদর্শ ও বাণী প্রচারে নিযুক্ত ? আত্মজ্ঞান লাভের জন্য তপস্যা এবং সেই সাধন-বাণী ও প্রেরণা সমাজের প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেওয়াই কি সাধুর আদর্শ ও দায়িত্ব নহে ? তাই যদি হয় তবে কয়জন সাধু আজ সেই আদর্শ ও দায়িত্ব যথার্থতঃ পালন করিতেছেন ? আমাদের সময় ও সুযোগ আসিয়াছে, ভারতীয় সাধু-সমাজের সমগ্র দৃষ্টি ও মনোযোগ এদিকে একাগ্র করিয়া—তাহাদের সনাতন দায়িত্বভার স্কন্ধে নিতে হইবে।

সনাতন ধর্ম্মের প্রচার ও সংরক্ষণের জন্য যে বিপুল সম্পত্তি উৎসর্গিত এবং সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ধর্ম্মগুরু মোহন্তদের উপর যাহার তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত রহিয়াছে, সেই ধর্ম্মার্থ যে আজ সরকারী আইনের দ্বারা হস্তান্তরিত হইবে, আমি এই নীতির আন্তরিক বিরোধী। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনাকে লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করি—উক্ত সম্পত্তির কত তুচ্ছ অংশ আজ উহার যথার্থ উদ্দেশ্যসাধনে ব্যয়িত হইতেছে এবং অধিকাংশ কিরূপ আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং আত্মসুখসম্ভোগে নিয়োজিত হইতেছে। অবশ্য মোহন্ত ও মঠধারিগণের মধ্যে বহু খাঁটি ব্যক্তি আছেন—তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

আপনি Religious Endowment Bill এর প্রতিবাদ কল্পে যে আন্দোলন করিতেছেন, আমি তাহা আন্তরিক ভাবে সমর্থন করি ; কিন্তু আশঙ্কা হয়, যে পর্য্যন্ত উক্ত সম্পত্তিসমূহের আয়ের বৃহত্তর অংশ ধর্ম্মপ্রচার এবং সমাজসেবায় নিয়োজিত করিবার ব্যবস্থা না হয় সে পর্য্যন্ত আপনার এই আন্দোলন জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিবে না।

আমি আমার ব্যক্তিগত ধারণা ও চিন্তা আপনার নিকট বিবৃত করিলাম। আশা করি, আপনি আপনার এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে জাতির দাবীও যথাযোগ্য সুবিচার পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবেন।"

সঙ্ঘসন্ন্যাসীদের প্রতি আচার্য্যদেবের বাণী

"সমগ্র দেশে তোমাদের ন্যায় ত্যাগী সন্ন্যাসীর সংখ্যা যদি যথেষ্ট থাকিত, তবে ভারতের এখনও এরূপ দুরবস্থা থাকিত না। তুমি সত্বর প্রস্তুত হও। হাজার হাজার লোককে মহামুক্তির পথে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে।"

"সন্ন্যাসীর জীবনের নূতন আদর্শ দেশকে দেখাইতে হইলে তোমাদের ন্যায় এরূপ কতক সন্ন্যাসীকে জীব-জগতের মহাকল্যাণ ও মহামুক্তি বিধানার্থে শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভুলিয়া দেহের বিন্দু বিন্দু পবিত্র শোণিত দেশের এই মহামলিনতা বিমোচনার্থে ব্যয় করিতে হইবে। ঘোর তমসাচ্ছন্ন সন্ন্যাসী-সমাজের কলঙ্ক-কালিমা দূর করিতে হইলে যথেষ্ট কর্ম্মশক্তি জাগাইয়া দিতে হইবে।"

"সতত মনে রাখিবে যে, এই দেহ কামকাঞ্চন ভোগ করিবার জন্য নহে ; এই দেহ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব ব্যক্তির (পুরুষের) লীলাক্ষেত্র। তাই সতত ভাবিবে—আমার নাই রিপুর উত্তেজনা, ইন্দ্রিয়ের উৎপীড়ন, নাই মায়া-মোহ-পাপ-তাপ-ভ্রম-ভ্রান্তি। আমি পবিত্রতা ও ত্যাগের জ্বলন্ত জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ।

"তোমাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে হীন, অন্ত্যজ ও পতিত জাতির ভিতরে যদি কোনরূপ ধর্ম্মের উদ্দীপনা আনয়ন করিতে পার, তবে তোমাদের চেষ্টা-যত্নের যথেষ্ট সফলতা লাভ হইবে। এই নিঃস্বার্থ কর্ম্মের ভিতর দিয়া প্রসুপ্ত শক্তির উদ্বোধন, অবিকশিত ও অপ্রকাশিত শক্তির বিকাশ প্রকাশ হইয়া তোমাদিগকে ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্য্যের পথে, মহামুক্তির পথে অগ্রসর হইতে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।"

"সর্ব্বনিয়ন্তার নেতৃত্বে আজ তোমরা যে মহাব্রতে ব্রতী হইয়াছ, এই সুমহান, সৌভাগ্য বিশেষ সুকৃতিলব্ধ জীবন ভিন্ন কাহারও ভাগ্যে ঘটিতে পারে না। আজ তোমরা হীন-অন্ত্যজকে কোলে তুলিয়া লইবার জন্য পতিতকে উদ্ধারের পথে সাহায্য করিবার জন্য মহামহীয়ান্ পুরুষের দ্বারা এই মহাব্রতে ব্রতী হইয়াছ। আপন আপন গত জীবনের স্মৃতি বিস্মৃতিসাগরের অতল জলে ঠেলিয়া দিয়া বিপুল বিক্রম ও পরাক্রম সহকারে অনন্ত উদ্যম-অধ্যবসায় লইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক এই মহাসংগ্রামক্ষেত্রে আপনাপন কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর হও।"

আচার্য্য প্রণবানন্দজীর উদ্দেশ্যে

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

(শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, বেদান্ত সোসাইটি, স্যাক্রামেন্টো, ক্যালিফোর্নিয়া)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য প্রণবানন্দ মহারাজ তাঁহার সমুন্নত আধ্যাত্মিক জীবন, বাণী ও কর্ম্মদ্বারা হিন্দুধর্ম্মে এক নূতন শক্তি সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। ১৯২৫ বা ১৯২৬ (ঠিক মনে নাই) একদিন বিকালে কলিকাতার মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে এই মহাপুরুষকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। আমি তখন কলেজে পড়ি। একজন ছাত্রবন্ধুর সহিত আমি সঙ্ঘগৃহে উপস্থিত হইলাম। জনৈক সন্ন্যাসী আমাদের দু'জনকে যে ঘরটিতে আচার্য্য ছিলেন ওখানে লইয়া গেলেন। আচার্য্য সাক্ষাৎ শিবের মত তাঁহার আসনে বসিয়া। অতি স্নেহে আমাদিগকে কাছে বসিতে বলিলেন। বড় মধুর প্রাণস্পর্শী হাসি। আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাহার পর ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে কিছু বলিলেন। আমাদের তরুণ হৃদয়ে তাঁহার কথা প্রভূত উদ্দীপনা দিয়াছিল। আমরা প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম। তাঁহার মূর্ত্তির মধ্যে একটি প্রশান্তি, তেজঃ, সরলতা ও আনন্দ লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

পরবর্ত্তী কালে তাঁহার বিষয়ে পুস্তকাদি অনেক পড়িয়াছি এবং তাঁহার

প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের কার্য্যপ্রণালী প্রখর মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। এই সঙ্ঘ তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত। সেই শক্তি ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম্মশক্তি। আচার্য্য প্রণবানন্দের জীবনে সামগ্রিক হিন্দুধর্ম্ম মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার প্রবর্ত্তিত কর্ম্মপ্রণালীর মাধ্যমে এক নূতন বীর্য্যবত্তা ও সাহসের উজ্জীবন বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। তিনি শুধু ধর্ম্মবীর ছিলেন না, প্রচণ্ড কর্ম্মবীরও। বালকের ন্যায় সরল, তত্ত্বজ্ঞানে সদাপ্রতিষ্ঠিত, হৃদয় সকলের প্রতি করুণায় কোমল, আবার সিংহতুল্য তেজঃ। যেখানে অন্যায়, দুর্ব্বলতা, মোহ, সেখানে তিনি উদ্যত দণ্ড লইয়া শাসন করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। বহুতর আধ্যাত্মিক বিকাশ দ্বারা সমন্বিত তাঁহার সুদীপ্ত চরিত্রের অনুধ্যান করিলে আমাদের প্রভূত কল্যাণ হইবে সন্দেহ নাই।

এই বরেণ্য ধর্ম্মনেতার উদ্দেশ্যে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম!

—শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ—শত রূপে, শত মুখে,
দ্বিতীয় খণ্ড, ৩২৪-২৫ পৃষ্ঠা

স্মৃতিচারণ

স্বামী শিবানন্দ

[ভারতে ও বহির্ভারতে যশস্বী বেদান্তধর্ম্ম প্রবক্তা ও বহু ধর্ম্ম ও দর্শনগ্রন্থ প্রণেতা, প্রতিষ্ঠাতা—ডিভাইন্ লাইফ সোসাইটি, হৃষীকেশ]

আপনারা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সাধু? স্বামীজীকে গত কুম্ভমেলায় (ইং ১৯২৭, হরিদ্বার কুম্ভ) দেখেছিলাম। দেখেছিলাম ছোট্ট একখানা কুটীরে দূর থেকে। কি শান্ত, সৌম্য, দৃপ্ত মূর্ত্তি। যেন বিরাট বিশ্বের সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের সম্মিলিত রূপ। এমন ত্যাগ, বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্য্যের মূর্ত্তি কোথাও দেখিনি। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য। বর্ত্তমান বিশ্বে এত বড় নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মচারী আর নেই। রাস্তা থেকে দর্শন ক'রেই মনে মনে আভূমি প্রণামপূর্ব্বক চলে এলাম। আমার

মত সাধুরও সাহস হলো না ঐ জ্বলন্ত পাবকের সান্নিধ্যে যাই। সেদিন থেকেই তাঁর স্মৃতি আমার মনের মধ্যে গেঁথে আছে। আর আপনারা তাঁরই সন্তান। আপনাদের প্রণাম ও স্পর্শ ক'রে ধন্য হলাম।

শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ—শতরূপে, শতমুখে,
১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৪—৮৫ হইতে উদ্ধৃত।

অসাধারণ পুরুষ স্বামী প্রণবানন্দ

স্বামী বিষ্ণুশিবানন্দ গিরি

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ সাধক, তাপস, জাতিসংগঠক, একজন সাধনশক্তিসম্পন্ন অসাধারণ পুরুষ। তিনি ব্রত গ্রহণ করিলেন—ধর্ম্মের উপর পুনরায় হিন্দুসমাজকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং ধর্ম্মের ভিত্তিতে হিন্দুজাতি গড়িয়া তুলিতে হইবে, তবেই এই জাতি আত্মশক্তিতে শক্তিমান হইয়া উঠিবে। সেই সাধনার অঙ্গ কি? ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য। ইহা হিন্দুধর্ম্মের সার শিক্ষা। তিনি এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং তাহা বজ্রনির্ঘোষে জনসাধারণের কাছে প্রচার করিয়াছিলেন। ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য—এই চতুরঙ্গ সাধনার ভিতর পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম কিছু নাই। চারিটিই যুগপৎ সাধনীয়। এই যুগপৎ চার অঙ্গসাধনার ফলে যে অন্তঃশক্তি জন্মায় তাহাই সাধকের মলিন চিত্তের পরিশুদ্ধি ঘটায়। এই সাধনায় মানুষের অন্তর্জগতে যে এক প্রবল শক্তি উৎপাদিত হয়, তাহার নাম ইচ্ছাশক্তি (Will power বা Volition)। স্বামী প্রণবানন্দ এই ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর করিয়া যে আর একটি সাধনার ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহার নাম সঙ্কল্প-সাধনা। অর্থাৎ, স্থিরচিত্তে স্থিরবুদ্ধিতে শুদ্ধান্তঃকরণে যে সৎ সঙ্কল্প গ্রহণ করা যায় তাহা হইতে

বিচ্যুতি না ঘটে এই দৃঢ় নিশ্চয়তা। তাঁহার নিজের বাণী—**"সঙ্কল্পে যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় যে অবিচলিত, যাবতীয় সিদ্ধি তার করতলগত।"** সকল সাধনার বীজমন্ত্র ইহাই।

—মনীষীদের দৃষ্টিতে আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ, ৫৬-৬৩ পৃষ্ঠা

দুই ধর্ম্মপ্রাণ মুসলিম সজ্জনের দৃষ্টিতে

(এক)

[৩রা অক্টোবর, সন্ধ্যা, ১৯৮১। আশাশুনী]

ভাবাবিষ্ট হয়ে বৃদ্ধ বলতে লাগলেন—"আহা! কী তাঁর রূপ। কী তাঁর মুখের বাণী। এখানে একুশ সালে দুর্ভিক্ষের সময় যখন তিনি রিলিফ করতে এলেন, তখন তাঁর বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। এই নদীতে আসতেন নৌকোয়, কখনো বা লঞ্চে। সব সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন। দূর থেকে চেনা যেতো। দেখে মনে হতো, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আসছেন। তখন সাদা কাপড় পড়তেন। লোকে বলতো—বাজিতপুরের বিনোদ সাধু। এখানে রিলিফের কাজ শুরু করলেন। আমার বয়স তখন উনিশ-কুড়ি। তাঁর সঙ্গে কত লোকের সেবা করেছি! সে-সব দিন কোথায় গেল? সে রকম মানুষই বা আর কই হলো? দেশ স্বাধীন হলো—পাকিস্থান হলো—বাংলা দেশ হলো—কিন্তু তেমন মানুষ তো আর দেখলাম না। আল্লাতালা মানুষ হয়ে আসেন কি না জানি না। যদি আসেন, তবে ঐ রকম মানুষ হয়েই আসেন।"

—সিদ্ধপীঠের পথে, ১৮ পৃষ্ঠা

(দুই)

[খুলনা হইতে লঞ্চে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর সে দেশে যুদ্ধবিধ্বস্ত জনগণের সেবায় নিরত সঙ্ঘ-সন্ন্যাসীর সহিত কথোপকথন প্রসঙ্গে। ৩রা জুন, ১৯৭২]

"সাধু কোথায় যাবে? বাজিতপুর? তুমি বাজিতপুরের সাধু? বিনোদ সাধু—স্বামী প্রণবানন্দের পদাশ্রিত? ধন্য তুমি!"

বৃদ্ধ যেন আবেগে ফেটে পড়েন। ধরা ধরা গলায় বলেন—"তোমাদের গুরুদেবকে দর্শনের সৌভাগ্য একবার আমার হয়েছিল। সে বৎসর আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী। কামাখ্যা চরণ আমাকে বাজিতপুর নিয়ে গিয়েছিল। সে দিনের কথা আমি জীবনেও ভুলতে পারবো না। যেন এক স্বর্গরাজ্যে আমি পৌঁছে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে অল্প কয়টা মাত্র কথাই বলেছিলেন। কিন্তু কথাগুলির কি শক্তি! কি প্রভাব! তিনি বলেছিলেন—তুমি মুসলমান। তোমার ধর্ম্ম ঠিক ঠিক পালন করলে তোমার কোন দুঃখ থাকবে না। খাঁটি মুসলমান হয়ো।

এ রকম কথা তো কতই ধর্ম্মগ্রন্থে পড়ি। কত মৌলভী-মওলানার মুখে শুনি। কিন্তু স্বামীজীর ভাষা অন্যরূপ। ভাব অন্যরূপ। ওজস্বিতা অন্যরূপ। তিনি সত্যই একজন শক্তিমান্ পুরুষ। আজও আমি তাঁর কথা শুনি, প্রাণপণে পালন করার চেষ্টা করি। কতটুকু পালন করতে পারি তা অবশ্য জানেন আল্লাতাল্লা। আমার সত্যই কোন দুঃখ নাই।

জানো হে বাপু! এম. এ. পাশ করে প্রথম কর্ম্মজীবনে ঢুকি। তারপর এখন যেখানে আছি, মালিক ছাড়তে চায় না। আর কি এসব ভাল লাগে? তোমাদের মহাপুরুষের গুহা আমি দেখেছি। ঐ তো শ্রেষ্ঠ সাধন। আমার মনও এখন চায় সংসারের সব ঝামেলা থেকে ছুটি নিয়ে নির্জ্জনে খোদাতালার নামে ডুবে থাকতে। ইচ্ছা হয়, ঐ রকম গুহা বানিয়ে তার ভিতরে শেষ জীবনটা কাটিয়ে দিই। পারবো কি? খোদাতালাই জানেন।"

ধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতা আচার্য্যদেবের অভিমত ছিল অতি উদার। তিনি ছিলেন সর্ব্বধর্ম্মে সমদর্শী। অন্য ধর্ম্মের প্রতি কোনও বিদ্বেষ ও হিংসাবৃত্তি না রেখে প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ ধর্ম্মীয় আদর্শ, নীতি, অনুশাসন, সদাচার ও সাধনমার্গ নিষ্ঠা সহকারে পালন করে, তবে কোন কলহই থাকে না এবং প্রত্যেকেরই আত্মিক উন্নতি হয় অবধারিত।

শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ—শতরূপে, শত মুখে,
২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১১-১২ হইতে উদ্ধৃত।

পুস্তক প্রাপ্তির স্থান

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
২১১, রাসবিহারী এভিনিউ,
বালিগঞ্জ, কোলকাতা-১৯
ও অন্যান্য শাখাসমূহ
ফোন—২৪৪০-৫১৭৮

মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কোলকাতা-৭৩
ফোন—২২৪১-৭৪৭৯

সর্বোদয় বুক স্টল
হাওড়া স্টেশন।

জয়গুরু পুস্তকালয়
১২/১, বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কোলকাতা-৭৪

শ্রীগুরু পুস্তক ভাণ্ডার
বেহালা নিউ মার্কেট,
১৪নং বাসস্ট্যান্ড
৩৭৫, ডায়মন্ড হারবার রোড,
কোলকাতা-৩৪
ফোন—৬৫৪৪-৩৩১০

রত্না বুক হাউস
৭, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কোলকাতা-৭৩

মুদ্রণে—ক্লাসিক প্রেস, ২১ পটুয়াটোলা লেন, কোলকাতা-৯